অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীকেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণাভিলাষ নিত্যানন্দ-সমীপে জ্ঞাপন ও শচীমাতা প্রভৃতি পঞ্চজন-সমীপে জ্ঞাপনার্থ আদেশ, সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব দিবস ভক্তগণ-সঙ্গে কীর্তনানন্দে যাপন এবং সকলকে কৃষ্ণভজন করিতে আদেশ, শ্রীধর প্রদত্ত লাউ ও জনৈক সুকৃতিমানের প্রদত্ত দুগ্ধ-দ্বারা মাতাকে লাউ রন্ধনার্থ আদেশ ও তাহা ভক্ষণ, প্রভুর গৃহত্যাগের পূর্বে শচীমাতার দ্বারে অবস্থান, প্রভু-কর্তৃক শচীমাতাকে প্রবোধদান ও তৎপদধূলি গ্রহণপূর্বক প্রস্থান, শচীমাতার জড়প্রায় অবস্থান, ভক্তগণের প্রভু-গমন-বার্তা-শ্রবণে ক্রন্দন, নিন্দক-পাষণ্ডীরও শোক, প্রভু-কর্তৃক কেশব ভারতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্র-বর্ণন, কেশব ভারতী কর্তৃক প্রভুর সন্ন্যাস-নাম প্রদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস-লীলা আবিষ্কারের পূর্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং শচীমাতা প্রভৃতি পঞ্চজন-সমীপে তাহা প্রকাশ করিতে আদেশ করিলেন। প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বদিন সকলের সঙ্গে পরমানন্দে সংকীর্তন-রঙ্গে অতিবাহিত করিলেন এবং সকলকে আপনার প্রসাদী মালা প্রদানপূর্বক নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণভজন করিতে উপদেশ করিলেন; তাহাতেই তাঁহার প্রীতি জন্মিবে।

প্রভু সকলকে ঐরূপ উপদেশ দানপূর্বক গৃহে গমন করিলে শ্রীধর একটি লাউ হাতে করিয়া প্রভু-সমীপে আগমন করিলেন। প্রভু ভক্তের দ্রব্য ভোজন করিতে অভিলাষী হইয়া জননীকে পাকার্থ আদেশ করিলেন। ইত্যবসরে জনৈক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি দুগ্ধ-ভেট প্রদান করিলে প্রভু 'দুগ্ধ লাউ' পাক করিতে জননীকে আদেশ করিলেন। শচীমাতা পরম সন্তোষে তাহা পাক করিলেন। প্রভু সকলকে বিদায় দিয়া ভোজনপূর্বক কিয়ৎকাল যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। গদাধর ও হরিদাস তাঁহার সমীপে শয়ন করিয়া থাকিলেন। কিন্তু শচীমাতার চক্ষে নিদ্রা নাই। তিনি অনুক্ষণ ক্রন্দন করিতেছেন।

রাত্রি চারিদণ্ড অবশিষ্ট আছে জানিয়া মহাপ্রভু যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিলে গদাধর তাঁহার অনুগমনে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু একাকী গমনের কথা জানাইলেন। শচীদেবী প্রভুর গমন-সংবাদ বুঝিয়া দ্বারে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর জননীকে বিবিধ প্রবোধ দান করিয়া এবং জননীর পদধূলে শিরে লইয়া যাত্রা করিলেন। শচীমাতা জড়প্রায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রাতেঃ প্রভু-প্রণামার্থ আগমন করিয়া শচীমাতাকে বহির্দ্বারে দর্শন করিলেন। শ্রীবাস তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে শচীমাতা কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না; কেবল নয়নে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অবশেষে নির্বেদ-সহকারে বলিলেন যে, বিষ্ণুর দ্রব্যের অধিকারী--- ভক্তগণ; সুতরাং তাহারা যাহা কিছু দ্রব্য লইয়া যাউন; তিনি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া প্রভুর গমন বুঝিতে পারিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। ভক্তগণ কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিয়া শচীমাতাকে বেষ্টনপূর্বক উপবেশন করিলেন। সমগ্র নদীয়ায় প্রভুর প্রস্থান-বার্তা প্রচারিত হইল। তাহা শুনিয়া পূর্বনিন্দক পাষণ্ডিগণও ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং প্রভুকে পূর্বে চিনিতে না পারায় পরিতাপ করিতে লাগিল।

শ্রীমন্মহাপ্রভু গঙ্গা পার হইয়া কণ্টক নগরে উপস্থিত হইলেন, যাঁহাদিগকে তাঁহার সঙ্গে গমনার্থ আদেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও ক্রমে ক্রমে প্রভু সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রভু কেশব ভারতীর নিকট গমন করিলে তাঁহার শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ দর্শনে কেশব ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু কেশব ভারতীকে স্তুতিপূর্বক তাঁহাকে কৃপা করিতে অনুরোধ করিলেন। মুকুন্দাদি ভক্তগণ কীর্তন করিতে থাকিলেন ও প্রভু আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহু লোক আসিয়া প্রভুর রূপ-দর্শনে চমৎকৃত হইতে লাগিল। প্রভুর ভক্তি-দর্শনে কেশব ভারতী তাঁহাকে জগদ্গুরু শ্রীভগবান্ লোকশিক্ষার্থ আগমন করিয়াছেন বলিয়া বলিলেন। চন্দ্রশেখরাচার্য বিধিযোগ্য কার্য করিতে লাগিলেন। নাপিত প্রভুর শিখা মুণ্ডন করিতে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণও কাঁদিতে লাগিলেন। অন্তরালে থাকিয়া দেবতাগণও অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে দিবাবসানে কোন প্রকারে ক্ষৌরকার্য সমাধা হইলে সর্বশিক্ষাগুরু গৌরসুন্দর ছলপূর্বক ভারতী কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্রটি বলিয়া 'তাহাই সন্ন্যাস-মন্ত্র কিনা' জিজ্ঞাসা করিলেন। ভারতী প্রভুর আজ্ঞায় সেই মন্ত্র প্রভুর কর্ণে শুনাইলেন। অরুণ বসন পরিধান করিলে প্রভুর শ্রীঅঙ্গের অপূর্ব শোভা হইল। কেশব ভারতী প্রভুর সন্ন্যাস-নাম প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলে শুদ্ধা সরস্বতী ভারতীর জিহ্বায় অবস্থিত হইয়া বলিলেন যে, তিনি কৃষ্ণ-কীর্তন প্রচার করিয়া জগতের চৈতন্য বিধান করিতেছেন বলিয়া তাঁহার নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'। তাহা শুনিয়া চতুর্দিকে 'জয় জয়' ধ্বনি উঠিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরাঙ্গের জয়-গান-প্রসঙ্গে জীবের হিত-কামনা—

জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।
জীবগণ প্রতি কর শুভ দৃষ্টি-পাত।।১।।

প্রভুর সংকীর্তন রঙ্গে ভক্তগণের প্রভুর সন্ন্যাস-বার্তা-বিস্মৃতি—

এই মতে আছেন ঠাকুর বিশ্বম্ভর।
সংকীর্তন-আনন্দ করেন নিরন্তর।।২।।
স্বেচ্ছাময় মহেশ্বর কখনে কি করে।
ঈশ্বরের মর্ম কেহ বুঝিতে না পারে।।৩।।
নিরবধি পরানন্দ সংকীর্তন-রঙ্গে।
হরিষে থাকেন সর্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।।৪।।
পরানন্দে বিহ্বল সকল ভক্তগণ।
পাসরি' রহিলা সবে প্রভুর গমন।।৫।।
সর্ববেদে ভাবেন যে প্রভুরে দেখিতে।
ক্রীড়া করে ভক্তগণ সে-প্রভু-সহিতে।।৬।।

প্রভুর নিতাই-সমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণের দিবস ও সন্ন্যাস-প্রদাতার নামোল্লেখ—

যে-দিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।
নিত্যানন্দ-স্থানে তাহা কহিলা নিভৃতে।।৭।।
"শুন শুন নিত্যানন্দ-স্বরূপ গোসাঞি!
এ কথা ভাঙ্গিবে সবে পঞ্চ-জন ঠাঞি।।৮।।
এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে।
নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে।।৯।।
'ইন্দ্রাণী' নিকটে কাটোঞা-নামে গ্রাম।
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম।।১০।।
তান স্থানে আমার সন্ন্যাস সুনিশ্চিত।
এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত।।"১১।।

মাত্র পঞ্চজন-স্থানে রহস্য-প্রকাশ—

"আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য, অপর মুকুন্দ।।"১২।।
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে।
কহিলেন প্রভু, ইহা কেহ নাহি জানে।।১৩।।
পঞ্চ-জন-স্থানে মাত্র এ সব কথন।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন।।১৪।।

প্রভুর কীর্তন-বিলাস ও ভোজন—

সেই দিন প্রভু সর্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে।
সর্ব দিন গোঙাইলা সংকীর্তন-রঙ্গে।।১৫।।

পরম-আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন।
সন্ধ্যায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন।।১৬।।
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গা-তীরে।
ক্ষণেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে।।১৭।।

প্রভুর অনুচর-সহ অবস্থান, বহু লোকের মাল্য-চন্দন-হস্তে প্রভুর দর্শনার্থ আগমন ও প্রভুপদে প্রণাম—

আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌর-সুন্দর।
চতুর্দিকে বসিলেন সব অনুচর।।১৮।।
সে-দিনে চলিব প্রভু কেহ নাহি জানে।
কৌতুকে আছেন সবে ঠাকুরের সনে।।১৯।।
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন।
সর্বাঙ্গে শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন।।২০।।
যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে।
সবেই চন্দন মালা লই' দুই করে।।২১।।
হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি।
কেবা কোন্ দিগ হইতে আইসে, নাহি জানি।।২২।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

মূর্তিমন্ত বেদবিগ্রহগণ তাঁহাদের প্রতিপাদ্য ভগবানের মূর্তির চিন্তা করেন মাত্র; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ সাক্ষাৎ সেই মূর্তির সহিত একত্র ক্রীড়া করেন।।৬।।

জ্যোতিশ্চক্রে গ্রহগণের ভ্রমণ লক্ষিত হয়। সেই জ্যোতিশ্চক্র দ্বাদশ সমভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে বৃত্তের দ্বাদশাংশ; তাহাই ত্রিশ অংশে বিভক্ত। সেই দ্বাদশাংশ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন-নামে পরিচিত। পৃথিবীস্থ দর্শক সূর্যকে জ্যোতিশ্চক্রে ভ্রমণ করিতে দেখেন। সূর্যের রাশি-প্রারম্ভে গমনকে 'রবি-সংক্রমণ' বলে। কর্কট-রাশিতে প্রবেশের নাম--দক্ষিণায়ন; আর মকর-রাশিতে রবিপ্রবেশের নাম--উত্তরায়ণ। প্রতি সৌরবর্ষেই একদিন দক্ষিণায়ন-সংক্রমণ ও অপর দিন উত্তরায়ণ সংক্রমণ হইয়া থাকে। 'মকর সংক্রমণ' অর্থাৎ ধনু-রাশি হইতে মকর-রাশিতে সংক্রমণ দিবসকেই 'উত্তরায়ণ-সংক্রমণ' বলে। স্থির-রাশিচক্র নক্ষত্র হইতে গণিত হয়। চলরাশিচক্রের সংক্রমণ-দিবস ও স্থির-রাশিচক্রে রবি-সংক্রমণ—অয়নাংশ পরিমিত দিবসসংখ্যায় ব্যবহিত। রাঢ়ীয় শ্রীনিবাসের গণনপ্রথার পূর্বে ভগবান্ গৌরসুন্দরের আবির্ভাব-কাল। ১৪৫৫ শব্দাব্দে তাঁহার অপ্রকটের কথা লিখিত আছে। আর শ্রীনিবাস ১৪৮৯ শকাব্দ হইতে গণনপ্রথা প্রচলিত করেন; উহা বঙ্গদেশীয় 'স্মার্ত শ্রীরঘুনন্দন তাঁহার পরবর্তি-সময়ে 'গণনা-বিধি' বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছে। পরবর্তি সময়ে ১৫১৩ ও ১৫২১ শকাব্দ হইতে শ্রীরাঘবানন্দ 'সিদ্ধান্তরহস্য' ও 'দিনচন্দ্রিকা' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'দিনচন্দ্রিকা' ও পরবর্তিকালে 'দিন-কৌমুদী' প্রভৃতি সারিণী হইতে বর্তমানকালে বঙ্গদেশে পঞ্জিকা গণিত হয়। নিরয়নপথ-গণিত-বিচারই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময়ে বঙ্গদেশের প্রচলিত পন্থা ছিল। তজ্জন্য 'নিরয়ণ-মকর-সংক্রান্তি'ই এস্থলে লক্ষিত হইয়াছে।।৯।।

ইন্দ্রাণী----তৎকালপ্রচলিত প্রসিদ্ধ স্থান।। বর্তমান কাটোয়ার সমীপে 'ইন্দ্রাণী-পরগণা'র অবস্থিতি।।১০।।

কাটোঞা (কাঁটোয়া)----এই স্থানে বর্তমানকালে বর্ধমান জেলার তন্নামক একটি মহকুমা-কেন্দ্র অবস্থিত; 'ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া' লাইনে এই নামে একটি রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এই স্থানটি এখন গঙ্গাতটে অবস্থিত।।১০।।

কেশব ভারতী----জনৈক সন্ন্যাসী; তিনি সন্ন্যাসগুরুর কার্য করিতেন। বিষ্ণুস্বামীর অতীব প্রাচীন সম্প্রদায়ের অষ্টোত্তর শত সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাস নামের প্রথা প্রবর্তিত ছিল। পরবর্তিকালে কেবলাদ্বৈতবাদী শ্রীশঙ্করাচার্য তন্মধ্য হইতে দশনামি-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে 'ভারতী'----একটি সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাস নাম। কথিত আছে যে, দাক্ষিণাত্য শৃঙ্গেরী মঠ হইতে দশনামীয় তিনপ্রকার সন্ন্যাসী----সরস্বতী, ভারতী ও পুরী-নামধারী যতিগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। সরস্বতী সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ, ভারতী-সম্প্রদায় মধ্যম ও পুরী-সম্প্রদায় সাধারণ। ব্যক্তিগত নাম-কেশব, শ্রেণীগত পরিচয় ভারতী। বর্তমান-কালেও 'কেশব ভারতীর বংশ' বলিয়া অনেকেই পরিচয় দিয়া থাকেন। 'বৈষ্ণবমঞ্জুষা-সমাহৃতি'-মধ্যে এই সকল কথা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।।১০।।

কতেক বা নাগরিয়া আইসে দেখিতে।
ব্রহ্মাদির শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে।।২৩।।
দণ্ড-পরণাম হঞা পড়ে সর্বজন।
এক দৃষ্টে সবেই চাহেন শ্রীবদন।।২৪।।

প্রভুর প্রসাদী মালা প্রদানপূর্বক সকলকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ—

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে—"কৃষ্ণ গাও গিয়া।।২৫।।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।
কৃষ্ণ বিনু কেহ কিছু না ভাবিহ আন।।২৬।।

কৃষ্ণ-কীর্তনেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রীতি—

যদি আমা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর।।২৭।।

নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তনের উপদেশ—

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা জাগরণে।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে।।"২৮।।

নদিয়া-নগরে 'শ্রীমায়াপুর' পল্লীর সকল অধিবাসীকে স্বীয় বরণীয় প্রথারূপ মালিকা প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটি ভার বা 'কমিশন' দিলেন।

সবাকারে—স্ত্রী পুরুষ-নির্বিশেষে, বর্ণাশ্রম-নির্বিশেষে, ধর্মাধর্ম-নির্বিশেষে। যিনি প্রভুর আজ্ঞা পালন করিবেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণগানের অধিকারী করিলেন। কপটতা-বশে যিনি ভগবদাজ্ঞা পালন না করিয়া যোষিৎসঙ্গ করিবেন ও কৃষ্ণসেবা করিবেন না, তিনি মহাপ্রভুর আজ্ঞা-বাহক ভৃত্য হইতে পারিবেন না। কেবল তাঁহার গলদেশেই শ্রীগৌরসুন্দরের মালিকা থাকিতে পারিবে না। বর্তমানকালে শ্রীধাম-মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে কৃষ্ণগানকারিগণের গলদেশে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মালিকা নিহিত হইয়াছে, তাঁহারাই কৃষ্ণগান করিবেন। বর্তমানকালে শ্রীভাগবত-জনানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় তাঁহার নির্যাণকালের পক্ষকালপূর্বে ও মাসাধিক কাল পূর্বে সুস্থশরীরে অবস্থানকালে যে ভবিষ্যদ্‌বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা 'গৌড়ীয়' নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীচৈতন্যমঠে শ্রীগৌরসুন্দরের গলদেশের মালিকা সকলকেই প্রদান করা হয়। শ্রীচৈতন্যদাসগণই কৃষ্ণগান করিতে পারেন; যেহেতু তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের শিক্ষা ও আজ্ঞা পালন করেন এবং 'শিক্ষাষ্টকে'ই তাঁহারা দীক্ষিত ও শ্রীরূপ-পাদের 'উপদেশামৃতে'ই তাঁহারা পালিত। পরাবিদ্যাপীঠে গৌরবিহিত কৃষ্ণসঙ্কীর্তন হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীরূপানুগ শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণকথা নিরূপণ করিয়াছেন, আর শ্রীব্রহ্মসংহিতার টীকায় তিনি কৃষ্ণকথা পুনরায় আলোচনা করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের পুরুষাবতারসমূহ অংশ কলা শ্রেণীতে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্; মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি ও রৌহিণেয় রাম, বুদ্ধ ও কল্কি প্রভৃতি নৈমিত্তিক অবতার-সমূহ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী প্রভৃতি পুরুষাবতার সমূহ চতুর্ব্যূহ প্রকাশ ও পরব্যোমস্থ প্রকাশসমূহ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণেরই অংশ-কলা বৈভবাবতার, মন্বন্তরাবতার ও যুগাবতারসমূহ কালধারায় নিমিত্ত এবং ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্ট্যাদির নিমিত্ত গুণাবতারসমূহ। আবেশাবতারসমূহ—তদেকাত্মবিচারে ভগবানের বিভিন্ন অবতার; জীবকোটিতে ও গুণকোটিতে আংশিক বিভিন্ন চিদ্‌চিৎ-শক্তির পরিণতিক্রমে যত প্রকার বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণ, সকল অবতারেরই আদি মূল পুরুষ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ—অখিলরসামৃতমূর্তি; কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, কৃষ্ণ কালের জনক, রক্ষক ও বিনাশক। কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহের অংশ—পুরুষাবতার; তাহার উপাদানাংশ—মায়া, সেই উপাদানাংশের অংশ—গুণত্রয়; সেই গুণত্রয়ের ক্ষুদ্রাংশ হইতেই বিশ্বোৎপত্তি প্রভৃতি; নারায়ণাদি পরতত্ত্বের বিচার—তাঁহারই অঙ্গবিশেষের পরিচায়ক বস্তু। তিনি আনন্দ-সত্তা এবং পূর্ণজ্ঞানময়। তিনি যামুনচারী, গোষ্ঠে অবস্থিত, গোপালক ও গোপ-পালক, মৃত্যু তাঁহাকে ভয় করে। তিনি স্বপ্রকাশ ও পরপ্রকাশক, তিনি পরম প্রেমাস্পদ। তাঁহার দেহ-দেহি-ভেদ নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টার নিকট ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানযুক্ত। তিনি মহেন্দ্র। গোলোকের 'গো' হইতে যজ্ঞসমূহের প্রবৃত্তি 'গো' হইতে দেবগণের প্রাকট্য, 'গো' হইতেই সষড়্‌ঙ্গপদক্রমবেদসমূহ উদ্ভূত। তিনি সেই গোলোকপতি গোবিন্দ। তিনি সকল কারণের কারণরূপ পরমেশ্বর, কার্য-কারণের অধিপতি, নিত্যমুক্ত গোপীগণের বল্লভ। তিনি স্বয়ংরূপ; তাঁহার নাম ও তিনি পৃথক্ নহেন।।২৫।।

এই মত শুভদৃষ্টি করি' সবাকারে।
উপদেশ কহি' সবে বলে—''যাও ঘরে।।''২৯।।
এই মত কত যায়, কত বা আইসে।
কেহ কারে নাহি চিনে, আনন্দেতে ভাসে।।৩০।।
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন-মালায়।
চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায়।।৩১।।

সকলের প্রসাদ-প্রাপ্তিতে সানন্দে গমন—

প্রসাদ পাইয়া সবে হরষিত হঞা।
উচ্চ হরি-ধ্বনি সবে যায়েন করিয়া।।৩২।।

শ্রীধরের লাউ-ভেট ও জনৈক সুকৃতিমানের দুগ্ধভেট, তাহা পাকার্থ জননীকে আদেশ—

এক লাউ হাতে করি' সুকৃতি শ্রীধর।
হেনই সময়ে আসি' হইলা গোচর।।৩৩।।
লাউ-ভেট দেখি' হাসে শ্রীগৌরসুন্দরে।
''কোথায় পাইলা?'' প্রভু জিজ্ঞাসে' তাহারে।।৩৪।।
নিজ মনে জানে প্রভু ''কালি চলিবাঙ।
এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ।।৩৫।।
শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অন্যথা।
এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্বথা।।''৩৬।।

'কৃষ্ণ'-শব্দ বলিলে ইতর শব্দ কথনের যোগ্যতা থাকে না 'কৃষ্ণনাম' গান করিলে নিজের ও অপর সকলের নিত্যানন্দ বৃদ্ধিলাভ করে। কৃষ্ণনাম ভজনে নামি-কৃষ্ণের ভজন হয়। 'কৃষ্ণ' ব্যতীত অধিক বস্তু (?) আবৃত-কৃষ্ণদর্শনে 'কৃষ্ণ' হইতে পৃথক্, সুতরাং 'কৃষ্ণ' শব্দই বলিতে হইবে, 'কৃষ্ণ' শব্দই বর্ণন করিতে হইবে এবং 'কৃষ্ণ' শব্দই ভজন করিতে হইবে। 'কৃষ্ণ' ব্যতীত অন্য কোন শব্দ বা নাম স্মরণ করিতে হইবে না; যেহেতু উহা 'কৃষ্ণ' হইতে ন্যূনাধিক-ইতর-রূপ লক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণলাভের অভাবে জীবের পূর্ণমঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণের অধিক বিচার----কৃষ্ণের আবৃত দর্শন এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণের অখিল-রস হইতে বঞ্চিত করা মাত্র। কৃষ্ণেতর-রসের সংযোগ ছলনায় কৃষ্ণের অখিল রসের পূর্ণতা বৃদ্ধি করিতে গেলে রস-মিশ্রভাবে বিপর্যস্ত হয়। ভগবৎপ্রকাশ-সমূহের পূর্ণ স্বয়ংরূপ অবতারী কৃষ্ণ; সুতরাং কৃষ্ণ স্মরণ ব্যতীত অপূর্ণতা, অশুদ্ধতা, অনিত্যতা, শৃঙ্খলবদ্ধতা প্রভৃতি কোন না কোন একটি দোষ হইয়া পড়ে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইতে পৃথক্ করিয়া তাঁহার অনাদিত্ব ও আদিত্ব হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে গেলে তাঁহার অভাবে ভোগ-বিচার আক্রমণ করে। 'কৃষ্' ধাতুর 'ভূবাচক' অর্থে পূর্ণ নিত্যসত্তা বা পূর্ণ নিত্যজ্ঞানময় সত্তা বুঝায় এবং 'ণ' দ্বারা আনন্দ বুঝায়। ইতর বস্তুর সমানাধিকরণ্যে হেতু ও হেতুমৎএর ভেদ সম্ভব কিন্তু 'কৃষ্' ও 'ণ'----এই উভয়ের আকর্ষ ও আকৃষ্টি-বশতঃ সমানাধিকরণ্যে যুগপৎ হেতু ও হেতুমত্তার অসম্ভাবনা-হেতু ব্যাপার ও প্রতিপাদ্যের সহিত অভেদ-রূপই বৈশিষ্ট্য। নির্বিশিষ্ট বিচার জড়জগতের আপেক্ষিকধর্মে সংশ্লিষ্ট। অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজ বস্তুর অসামান্য বিচার 'কৃষ্ণ'-শব্দের যোগরূঢ়ি বৃত্তিতে অবস্থিত। রূঢ়িবৃত্তিতে তাঁহার স্বয়ং নামিত্ব, স্বয়ংরূপতা, স্বয়ংগুণিত্ব স্বয়ংলীলত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় না।।২৬।।

শব্দের রূঢ়িবৃত্তি বিদ্বদ্ ও অবিদ্বদ্ ভেদে বিপরীত ধর্ম প্রকাশ করে। এক শব্দ অপরের সহিত যে পার্থক্য স্থাপন করে, তাহাতে ভিন্নাংশ অবস্থিত। শব্দের যে বৃত্তিতে ভিন্নাংশ-প্রতিম-নানাত্ব একায়নবিশিষ্ট, উহাই শব্দের বিদ্বদ্ রূঢ়ি-বল। সুতরাং 'কৃষ্ণ'-শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িত্বে কৃষ্ণব্যতীত অন্য কোন ভোগ্য-ভাব আরোপ করিতে হইবে না। আরোপ করিলেই জানা যাইবে যে, বহুত্ব আসিয়া অদ্বয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত করিয়াছে; উহাই মায়াধীনতা। মায়া-মুক্ত পুরুষের শব্দের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তিতে উচ্চারিত কৃষ্ণনাম অব্যবসায়ী অনৈকায়ন-বহুশাখা-পদ্ধতিতে অবস্থিত বলিয়া বিচার যে ভেদ উৎপাদন করে, তাহা ভ্রমসঙ্কুল। তজ্জন্যই শ্রীগৌরসুন্দর গঙ্গাদাস পণ্ডিত ও নবদ্বীপের অপরা বিদ্যার আশ্রিত পাঠার্থী ও পাঠাধ্যাপকগণকে পরবিদ্যার কথা জানাইতে গিয়া শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে উহারই বিস্তৃতি, তৃতীয় শ্লোকে উহারই সুষ্ঠু সেবার প্রণালী জগৎকে জানাইয়াছেন। জগৎ যে প্রণালীতে কৃষ্ণেতর বস্তু বাসনা করে, তাহার পরিত্যাগের বিধান চতুর্থ শ্লোকে; পঞ্চম শ্লোকে ভগবদৈশ্বর্যোপলব্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্বোত্তমানন্দ অদ্বয়-জ্ঞানের উপাসনা-সূত্রে নিজের নিত্য সেবকাভিমানের সহিত শ্রীনামভজনের কথা; নামভজনে উন্নতি-ক্রমে কায়মনোবাক্যের চেষ্টা ষষ্ঠ শ্লোকে এবং সপ্তম শ্লোকের নাম-নামীর অভেদ-বিচারে আপনদশা-লাভে শিক্ষার্থীর

এতেক চিন্তিয়া ভক্ত-বাৎসল্য রাখিতে।
জননীরে বলিলেন রন্ধন করিতে।।৩৭।।
হেনই সময়ে আর কোন ভাগ্যবান্।
দুগ্ধ-ভেট আনিয়া দিলেন বিদ্যমান্।।৩৮।।
হাসিয়া ঠাকুর বলে,—"বড় ভাল ভাল।
দুগ্ধ-লাউ পাক গিয়া করহ সকাল।।"৩৯।।
সন্তোষে চলিলা শচী করিতে রন্ধন।
হেন ভক্তবৎসল শ্রীশচীর নন্দন।।৪০।।
এই মতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
কৌতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।।৪১।।

প্রভুর ভোজন ও বিশ্রামান্তে যাত্রা—

সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিশ্বম্ভর।
ভোজনে বসিলা আসি' ত্রিদশ-ঈশ্বর।।৪২।।
ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি'।
চলিলা শয়ন-ঘরে গৌরাঙ্গ-শ্রীহরি।।৪৩।।
যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর।
নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর।।৪৪।।
আই জানে আজি প্রভু করিবে গমন।
আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অনুক্ষণ।।৪৫।।
'দণ্ড চারি রাত্রি আছে' ঠাকুর জানিয়া।
উঠিলেন চলিবারে নাসাঘ্রাণ লইয়া।।৪৬।।

গদাধরের প্রভু-সঙ্গে গমনেচ্ছা ও প্রভুর প্রত্যাখ্যান—

গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি'।
গদাধর বলেন,—"চলিব সঙ্গে আমি।।"৪৭।।
প্রভু বলে,—"আমার নাহিক কারু সঙ্গ।
এক অদ্বিতীয় সে আমার সর্ব রঙ্গ।।"৪৮।।
আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে বসিয়া রহিলেন তত-ক্ষণ।।৪৯।।

প্রভুর জননীকে প্রবোধ-দান—

জননীরে দেখি' প্রভু ধরি' তান কর।
বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ-উত্তর।।৫০।।
"বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাঙ, শুনিলাঙ তোমার কারণ।৫১।।
আপনার তিলার্ধেকো না লৈলা সুখ।
আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা ভোগ।।৫২।।
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে।
আমি কোটী-কল্পেও নারিব শোধিবারে।।৫৩।।

যোগ্যতা-লাভ হয় এবং শিক্ষার্থী সম্ভোগ-বিচার পরিত্যাগপূর্বক নাম-ভজন করিতে করিতে হরিবৈমুখ্যলাভের দুঃসঙ্গ হইতে আত্মোদ্ধার সাধন করিয়া সম্পূর্ণভাবে শরণাগতির সর্বলক্ষণে লক্ষিত হইয়া যাহাতে কৃষ্ণপ্রেমা সঞ্চয় করিতে পারেন, সেই অষ্ট শ্লোক দ্বারা যে শিক্ষকের কার্য করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কৃষ্ণের আংশিক পরিচয়ের কোন কথাতেই নিযুক্ত থাকিতে স্বীয় প্রেমাস্পদগণকে নিবারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের স্নেহবর্জিত জীবগণই কঠিন শুষ্ক হৃদয় হইয়া রসময় ভগবত্তাকে স্বকান্ত জ্ঞান করেন না। এই উপদেশ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণব্যতীত অপর কেহই দিতে সাহস করেন না।।২৭।।

যিনি গৌরবিহিত কীর্তন শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই প্রত্যহ ষষ্টিদণ্ডকাল তাঁহার শয়ন-ভোজন-জাগরণাদি ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট থাকা-কালেও কৃষ্ণনামবর্জন ও কৃষ্ণ কথা-স্মরণ স্তব্ধ করিবার উপদেশ নাই।।২৮।।

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণকলেবরে তদনুগত জন-গণের দ্বারা চন্দন ও কুসুম মালিকা প্রদত্ত হওয়ায় তাহার পরম শোভা ও পূর্ণতা প্রকটিত হইল। শ্রীগৌরচন্দ্রে এই সকল সুশোভিত হওয়ায় যে কিরূপ অলৌকিক শোভা হইয়াছিল, তাহা জ্যোৎস্না বিকাশী চন্দ্রের সহিতও তুলনা হয় না।।৩১।।

শ্রীধরের শেষভিক্ষা লাউ ও অপর ভাগ্যবানের দুগ্ধে দুগ্ধলাউ-রন্ধন শ্রীশচীদেবী করিলেন। উহা গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে গৌরসুন্দর স্বীয় শয়ন-গৃহে গমন করিলেন। তাঁহার নিদ্রাকালে গৃহের সন্নিহিত-স্থানে গদাধর পণ্ডিতও শয়ন করিলেন। যোগনিদ্রায় সকলেই আচ্ছন্ন হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন।।৪৪।।

ব্রাহ্ম মূহূর্তে ব্রহ্মরন্ধ্রের গতি পর্যবেক্ষণ করিয়া অর্থাৎ নাসারন্ধ্রের বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় যাত্রার শুভত্ব বিচার করিলেন।।৪৬।।

তোমার প্রসাদে সে তাহার প্রতিকার।
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার।।৫৪।।
শুন মাতা, ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার।।৫৫।।
সংযোগ-বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত।।৫৬।।
দশ দিনান্তরে বা কি এখনেই আমি।
চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি।।৫৭।।
ব্যবহার-পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার।।"৫৮।।
বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার।
"তোমার সকল ভার আমার আমার।।"৫৯।।
যত কিছু বলে প্রভু, শচী সব শুনে।
উত্তর না করে, কান্দে অঝোর নয়নে।।৬০।।

শচীর ধৈর্য—

পৃথিবীস্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য-লীলা-কথা।।৬১।।

জননীর পদধূলি গ্রহণ ও প্রদক্ষিণান্তে প্রভুর যাত্রা ও শচীর জড়-প্রায় ভাব—

জননীর পদ-ধূলি লই' প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি' তানে চলিলা সত্বরে।।৬২।।
চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হইতে।
সন্ন্যাস করিয়া সর্ব জীব উদ্ধারিতে।।৬৩।।
শুন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে সর্ব-বন্ধ হয় নাশ।।৬৪।।
প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা।
জড়প্রায় রহিলেন, নাহি স্ফুরে কথা।।৬৫।।

ভক্তগণের মহাপ্রভু-প্রণামার্থ আগমন ও শচীমাতাকে বহির্দ্বারে দর্শনে উহার কারণ-জিজ্ঞাসা—

ভক্ত-সব না জানেন এ সব বৃত্তান্ত।
উষঃ-কালে স্নান করি' যতেক মহান্ত।।৬৬।।
প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে।
আসি' সবে দেখে আই বাহির-দুয়ারে।।৬৭।।
প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস-উদার।
"আই কেন রহিয়াছে বাহির-দুয়ার।।"৬৮।।

শচীমাতার নির্বেদসূচক উত্তর—

জড়প্রায় আই, কিছু না স্ফুরে উত্তর।
নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর।।৬৯।।
ক্ষণেকে বলিলা আই—"শুন, বাপ সব!
বিষ্ণুর দ্রব্যের ভাগী সকল বৈষ্ণব।।৭০।।
এতেকে যে কিছু দ্রব্য আছয়ে তাহার।
তোমা' সবাকার হয় শাস্ত্রপরচার।।৭১।।
এতেকে তোমরা সবে আপনে মিলিয়া।
যেন ইচ্ছা তেন কর, মো যাঙ চলিয়া।।"৭২।।

ভক্তগণের প্রভু-বিরহে বিষাদ—

শুনি' মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
ভূমিতে পড়িলা সবে হই' অচেতন।।৭৩।।

শ্রীগৌরসুন্দর বিদায়কালে জননীকে বলিলেন,—"তুমি আমার সেবা-ব্যতীত নিজ-সুখের জন্য কিছুই কর নাই, সুতরাং আমি কোটি কল্পেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিব না।" নিত্যা জননীকে নিত্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কখনও পরিত্যাগ করেন না। অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রসের আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশচীদেবী এজন্যই অপ্রকট নিত্য লীলায় শ্রীগৌরসুন্দরের বাৎসল্য-রসের আশ্রয়-বিগ্রহ। তাঁহার সঙ্গ তিনি এক মূহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করেন না।।৫৩।।

জড়জগতের জন্ম, স্থিতি ও ভঙ্গরূপ ত্রিবিধ বিচার অবস্থিত বলিয়া বিয়োগে দুঃখের কথা, সংযোগে বিয়োগভাবজনিত ভোগের ব্যাপার নিহিত আছে। ভগবদিচ্ছায় ভগবৎসেবা-বিমুখ ঐহিক জগৎ ভগবদ্বাধ্য। এখানে যাঁহারা ভগবদ্‌বিমুখতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবদিচ্ছাশক্তির বিপরীত ইচ্ছা পোষণ করিবেন, তাঁহারা নিজ নিজ দুর্বলতা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়া ভগবানেই শরণাগত হইবেন। সেবাবিমুখ জনগণ কৃষ্ণের শক্তির পরিচয় বুঝিতে অসমর্থ।।৫৬।।

কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ।
কান্দিতে লাগিলা সবে করি' আর্তনাদ।।৭৪।।
অন্যোঽন্যে সবেই সবার ধরি' গলা।
বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা।।৭৫।।
"কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপী-নাথ"।
বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাত।।৭৬।।
" না দেখি' সে চাঁদ-মুখ বঞ্চিব কেমনে।
কিবা কার্য এ বা আর পাপিষ্ঠ জীবনে।।৭৭।।
আচম্বিতে কেনে হেন হৈল বজ্রপাত।"
গড়া-গড়ি' যায় কেহ করে আত্মঘাত।।৭৮।।
সম্বরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন।
হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন।।৭৯।।
যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
সে-ই আসি' ডুবে মহা-বিরহ-সাগরে।।৮০।।
কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
"সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া।।৮১।।
অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
আমা'-সবে বিরহ-সমুদ্রে ফেলাইয়া।।"৮২।।
কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
'হরি হরি' বলি' উচ্চৈঃস্বরে।
কি বা মোর ধন-জন, কি বা মোর জীবন,
প্রভু ছাড়ি' গেলা সবাকারে।।৮৩।।
মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
'হরি হরি' প্রভু বিশ্বম্ভর।
সন্ন্যাস করিতে গেলা, আমা সবা না বলিলা,
কান্দে ভক্ত ধূলায় ধূসর।।৮৪।।
প্রভু অঙ্গনে পড়ি', কান্দে মুকুন্দ-মুরারি,
শ্রীধর, গদাধর, গঙ্গাদাস।
শ্রীবাসের গণ যত, তা'রা কান্দে অবিরত,
শ্রীআচার্য কান্দে হরিদাস।।৮৫।।
শুনিয়া ক্রন্দন-রব, নদীয়ার লোক-সব,
দেখিতে আইসে সব ধাঞা।
না দেখি'প্রভুর মুখ, সবে পায় মহা-শোক,
কান্দে সবে মাথে হাত দিয়া।।৮৬।।
নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কান্দে অবিরত,
বাল-বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
কাঁদে সবে স্ত্রী-পুরুষে, পাষণ্ডীগণ হাসে,
'নিমাইরে না দেখিমু আর'।।৮৭।।

ভক্তগণের ধৈর্য ও শচীকে বেড়িয়া উপবেশন—

কতক্ষণে ভক্তগণ হই' কিছু শান্ত।
শচী-দেবী বেড়ি' সব বসিলা মহান্ত।।৮৮।।

সর্ব নবদ্বীপে প্রভুর গৃহত্যাগ-সংবাদ-প্রচার ও সকলের শোক—

কতক্ষণে সর্ব-নবদ্বীপে হৈল ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিতে চলিলেন দ্বিজমণি।।৮৯।।
শুনি' সর্ব লোকের লাগিল চমৎকার।
ধাইয়া আইলা সর্ব-লোক নদীয়ার।।৯০।।
আসি' সর্ব-লোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে।
শূন্য বাড়ী সবে লাগিয়াছেন কান্দিতে।।৯১।।

প্রভু-বিরহে পাষণ্ডী নিন্দকেরও খেদোক্তি—

তখনে সে 'হায়-হায়' করে সর্ব-লোক।
পরম নিন্দক পাষণ্ডীও পায় শোক।।৯২।।

নিত্য বাৎসল্যাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশচীদেবীকে শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন যে "তোমার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সর্বরসেই আমি তোমার পুত্র ও বিষয়বিগ্রহ, সুতরাং সকল ভার আমার"---এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলেন।।৫৯।।

শ্রীশচীদেবী ধরণীস্বরূপা হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চাবিগ্রহের উপাদান-কারণ হইলেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য প্রভৃতি রসের আশ্রয়-বিগ্রহ-সকল বিষয়বিগ্রহ হইতে দূরে অবস্থান করেন; মধুর-রসের আশ্রয়বিগ্রহ বিষয়-বিগ্রহের সহিত একাসনে উপবিষ্ট থাকেন।।৬১।।

শ্রীশচীদেবী ভক্তগণকে বলিলেন,—"ভগবানের সকল দ্রব্যের উত্তরাধিকারী—ভক্তগণ; সুতরাং গৌরহরির সকল দ্রব্যে তোমাদেরই অধিকার হইয়াছে---ইহাই শাস্ত্রে প্রচারিত। অতএব তোমরা এই সকল গ্রহণ কর, আমি অন্যত্র চলিয়া যাই।।"৭১-৭২।।

"পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিল হেন জন।"
অনুতাপ করি' সবে করেন রোদন।।৯৩।।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়াগণ।
"আর না দেখিব তাঁ'র সে চন্দ্র-বদন।।"৯৪।।
কেহ বলে,—"চল ঘরে দ্বারে অগ্নি দিয়া।
কাণে পরি' কুণ্ডল চলিব যোগী হঞা।।৯৫।।
হেন প্রভু নবদ্বীপ ছাড়িল যখন।
আর কেনে আছে আমা' সবার জীবন।।"৯৬।।
কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিল নদীয়ার।
সবেই বিষাদ বই না ভাবয়ে আর।।৯৭।।

সর্বজীবোদ্ধারাভিলাষেই প্রভুর লীলা—

প্রভু সে জানয়ে যা'রে তারিব যে মতে।
সর্বজীব উদ্ধার করিব হেন মতে।।৯৮।।
নিন্দা-দ্বেষ-আদি যা'র মনেতে আছিল।
প্রভুর বিরহ-সর্প পাষণ্ডে দংশিল।।৯৯।।
সর্বজীব-নাথ গৌর-চন্দ্র জয় জয়।
ভাল রঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময়।।১০০।।

প্রভুর সন্ন্যাস-কথা-শ্রবণের ফল—

শুন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে কর্মবন্ধ যায় নাশ।।১০১।।

প্রভুর কেশব ভারতী-সমীপে গমন ও কৃপা-যাচ্ঞাভিনয়—

গঙ্গা পার হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর।
সেই দিনে আইলেন কন্টক-নগর।।১০২।।
যারে যারে আজ্ঞা প্রভু পূর্বে করিছিলা।
তাহারাও অল্পে অল্পে আসিয়া মিলিলা।।১০৩।।
শ্রীঅবধূতচন্দ্র, গদাধর, মুকুন্দ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য, আর ব্রহ্মানন্দ।।১০৪।।
আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী।
মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি।।১০৫।।
অদ্ভুত দেহের জ্যোতিঃ দেখিয়া তাহান।
উঠিলেন কেশব-ভারতী পুণ্যবান্।।১০৬।।
দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া প্রভু তানে।
করযোড় করি' স্তুতি করেন আপনে।।১০৭।।
"অনুগ্রহ তুমি মোরে কর মহাশয়।
পতিত-পাবন-তুমি মহা-কৃপাময়।।১০৮।।
তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণ প্রাণনাথ।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমা'ত।।১০৯।।
কৃষ্ণ-দাস্য বিনু মোর নহে কিছু আন।
হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ' দান।।১১০।।

প্রভুর প্রেমবিকার ও মুকুন্দাদির কীর্তন—

প্রেম-জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে।
হুঙ্কার করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে।।১১১।।
গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ।
নিজাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচী-নন্দন।।১১২।।

বহুলোকের প্রভু-দর্শনে আগমন ও নির্নিমেষ-নয়নে প্রভু-দর্শন—

অর্বুদ অর্বুদ লোক শুনি' সেইক্ষণে।
আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা হনে।।১১৩।।
দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর।
এক দৃষ্টে পান সবে করে নিরন্তর।।১১৪।।

শ্রীগৌরসুন্দরকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দেখিয়া কেহ কেহ পরামর্শ করিলেন যে, তাঁহারা নিজগৃহদ্বারাদিতে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়া 'কান্‌ফট্' যোগী হইয়া দেশত্যাগী হইবেন। কান্‌ফট্‌যোগিগণ বাহিরের কোন শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, এজন্য কর্ণদ্বয় ছিদ্র করিয়া তাহাতে দুইটী কীলক প্রবেশ করাইয়া কর্ণের রন্ধ্রদ্বয় অবরুদ্ধ রাখিয়া থাকেন।।৯৫।।

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য-গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরামর্শ করেন। তথায় শ্রীনিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী, সেই পরামর্শ অবগত ছিলেন। সম্প্রতি ঐ স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপিত হইয়াছে।।১০৪।।

শ্রীকেশবভারতীকে কেহ কেহ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য জ্ঞান করেন। শ্রীগৌরসুন্দর কেশব ভারতীকে বলিলেন,—"তুমি কৃষ্ণচন্দ্রকে নিজ প্রভু বলিয়া তোমার হৃদয়ে বসাইয়াছ। আমি অন্য কোন চেষ্টা চাই না, কৃষ্ণ আমার কেবল সেবা গ্রহণ করুন —ইহাই চাই, তুমি আমাকে ঐই কৃপানুগ্রহ দান কর।।"১১০।।

প্রভুর অদ্ভুত প্রেমভাব-দর্শনে ও সন্ন্যাস-বার্তা-শ্রবণে সকলের ক্রন্দন—

অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে।
তাহা না কহিতে পারে 'অনন্ত' বদনে।।১১৫।।
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল।।১১৬।।
সর্ব লোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে।
স্ত্রী-পুরুষে বাল-বৃদ্ধে 'হরি হরি' বলে।।১১৭।।
ক্ষণে কম্প, ক্ষণে স্বেদ, ক্ষণে মূর্ছা যায়।
আছাড় দেখিতে সর্ব লোকে পায় ভয়।।১১৮।।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নিজ-দাস্য-ভাবে।
দন্তে তৃণ করি' সবা-স্থানে দাস্য মাগে।।১১৯।।
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্বলোক।
সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহা-শোক।।১২০।।
'কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী।
আজি তানে পোহাইল কি কাল-রজনী।।১২১।।
কোন্ পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিধি।
কোন্ বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি।।১২২।।
আমা' সবাকার প্রাণ বিদরে শুনিতে।
ভার্যা বা জননী প্রাণ ধরিব কেমতে।।১২৩।।
এইমত নারীগণ দুঃখ ভাবি' কান্দে।
পড়ি' কান্দে সর্ব জীব চৈতন্যের ফান্দে।।১২৪।।
ক্ষণেক সম্বরি' নৃত্য বৈসে বিশ্বম্ভর।
বসিলেন চতুর্দিকে সব-অনুচর।।১২৫।।

শ্রীকেশব-ভারতীর প্রভু প্রশংসা ও প্রভুকে 'জগদ্‌গুরু' বলিয়া জ্ঞান—

দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব ভারতী।
আনন্দ সাগরে মগ্ন হই' করে স্তুতি।।১২৬।।
"যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে।
এ শক্তি অন্যের নহে ঈশ্বরের বিনে।।১২৭।।
তুমি সে জগদ্‌গুরু জানিল নিশ্চয়।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয়।।১২৮।।
তবে তুমি লোকশিক্ষা-নিমিত্ত-কারণে।
করিবা আমারে গুরু হেন লয় মনে।।"১২৯।।

সর্বোপাস্য প্রভুর লোকশিক্ষার্থ অভিনয়—

প্রভু বলে,—"মায়া মোরে না কর' প্রকাশ।
হেন দীক্ষা দেহ' যেন হঙ কৃষ্ণ-দাস।।"১৩০।।

গৌরসুন্দরের কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে রজনী-যাপন—

এইমত কৃষ্ণকথা-আনন্দ-প্রসঙ্গে।
বঞ্চিলেন সে নিশা ঠাকুর সবা' সঙ্গে।।১৩১।।

চন্দ্রশেখরের প্রতি বিধিযোগ্য অনুষ্ঠানের আদেশ—

প্রভাতে উঠিয়া সর্ব ভুবনের পতি।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি।।১৩২।।
"বিধিযোগ্য যত কর্ম সব কর তুমি।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি।।"১৩৩।।
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্য।
করিতে লাগিলা সর্ব-বিধি-যোগ্য কার্য।।১৩৪।।

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডের পতি ও স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ হইয়াও লোকশিক্ষার জন্য অত্যন্ত বিনয় নম্রবিচারে কৃষ্ণের দাস্য ও ভক্ত-সেবা প্রার্থনা করিতেছেন।।১১৯।।

বিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বিচারকগণ বলিতে লাগিলেন, শ্রীগৌরসুন্দরকে পতিরূপে লাভ করায় তাঁহার পরম সৌভাগ্য লাভ ঘটিয়াছিল। আবার শ্রীগৌরসুন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন জানিয়া বলিলেন,—বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এমন কি অপরাধ করিয়াছেন যে, বিধি তাঁহার প্রাপ্ত ধন হরণ করিলেন।।১২২।।

কতিপয় সংখ্যক শিষ্যের গুরু বা একব্যক্তির গুরু স্ব-স্ব অনুরূপ যোগ্যতা দেখিয়া শিষ্যকে স্বীকার করেন এবং আমাদের ন্যায় সর্বতোভাবে পতিতদিগকে বাদ দেন। কিন্তু যিনি সর্বপ্রাণীতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া আপনাকে সকলের শিষ্য জ্ঞান করেন, তিনি জগদ্‌গুরু হইতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভজন-প্রণালীর মধ্যে তৃণাপেক্ষা সুনীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভজন করিতে হইবে—এই বাহ্যাভ্যন্তর নিষ্কপট ভজন শিক্ষা দেওয়ায় তিনিই সর্বোপাস্য ব্রজেন্দ্রনন্দন ও প্রকৃত

নানা স্থান হইতে উপঢৌকন—

নানা গ্রাম হইতে সে নানা উপায়ন।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য-কথন।।১৩৫।।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মুদ্গ, তাম্বুল, চন্দন।
পুষ্প, যজ্ঞ-সূত্র, বস্ত্র আনে সর্বজন।।১৩৬।।

নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লাগিল আসিতে।
হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে।।১৩৭।।

সকলের মুখে হরিধ্বনি—

'পরম'-আনন্দে সবে করে হরি-ধ্বনি।
'হরি' বিনা লোক-মুখে আর নাহি শুনি।।১৩৮।।

প্রভুর কর্মপদ্ধতি বিচারে শিখামুণ্ডনে উপবেশন—

তবে মহাপ্রভু সর্ব জগতের প্রাণ।
বসিলা করিতে শ্রীশিখার অন্তর্ধান।।১৩৯।।

নাপিতের মুণ্ডনার্থ উপক্রম-দর্শনে সকলের ক্রন্দন এবং নাপিতেরও অশ্রু বিসর্জন—

নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে।।১৪০।।

ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর-চিকুরে।
মাথে হাত না দেয়, ক্রন্দনমাত্র করে।।১৪১।।

নিত্যানন্দ-আদি করি' যত ভক্তগণ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন।।১৪২।।

ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক।
তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি' শোক।।১৪৩।।

কেহ বলে,—"কোন্ বিধি সৃজিল সন্ন্যাস?"
এত বলি' নারীগণ ছাড়ে মহা-শ্বাস।।১৪৪।।

অগোচরে থাকি' সব কান্দে দেবগণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন।।১৪৫।।

হেন সে কারুণ্য-রস গৌরচন্দ্র করে।
শুষ্ক-কাষ্ঠ-পাষাণাদি দ্রবয়ে অন্তরে।।১৪৬।।

এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণ।
এই তা'র সাক্ষী দেখ কান্দে সর্বজন।।১৪৭।।

প্রভুর প্রেমবিহ্বল ভাব ও ক্ষৌর-কার্যে নাপিতের অসামর্থ্য—

প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র।
স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প।।১৪৮।।

'বোল' 'বোল' করি' প্রভু উঠে বিশ্বম্ভর।
গায়েন মুকুন্দ, প্রভু নাচে নিরন্তর।।১৪৯।।

বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে।
প্রেম-রসে মহা-কম্প, বহে অশ্রুধারে।।১৫০।।

জগদ্গুরু। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যের সেবক, তাঁহারাও জগদ্গুরু; কেন না, আমার ন্যায় সর্বাধম পতিত পাষণ্ডীকেও তিনি দাসরূপে গ্রহণ করিয়া স্বীয় সেবায় অধিকার দান করিতে পারেন----আমি জগতের বাহিরে নহি। বৈষ্ণবোচিত প্রকৃত দৈন্য না থাকিলে কখনও কেহ গুরুর কার্য করিতে পারে না; কেশবভারতী বৈষ্ণবোচিতগুণে বিভূষিত ছিলেন।।১২৮।।

কেশবভারতী মহাপ্রভুকে বলিলেন,----'লোকশিক্ষার জন্য তুমি গুরুকরণ-প্রথার আদর করিতেছ----ইহাই আমি বুঝিলাম।' তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন----"মোহিনী মায়ার দ্বারা আমাকে প্রতারিত করিবেন না। যে প্রকারে কৃষ্ণ-সেবক হইতে পারি, সে প্রকার দিব্য জ্ঞান দান করিয়া সকল পাপ-পুণ্য হরণ করুন।।"১২৯।।

শ্রীগৌরসুন্দর চন্দ্রশেখরাচার্যের প্রতি সন্ন্যাসের আনুষ্ঠানিক সকল ক্রিয়ানুষ্ঠান করিবার জন্য আদেশ দিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রতিভূ নিযুক্ত করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং কোন যত্যুচিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া করিলেন না।।১৩৪।।

বিদ্যা-প্রতিভা অর্জন করিবার জন্য অগ্নি সাক্ষ্য করিয়া চৌর-সংস্কার হয়। শিখা ব্যতীত শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গ-শাস্ত্রসমূহে ও বেদাদি শাস্ত্রে অধিকার দেওয়া হয় না। যখন ভোগময়ী অপরা বিদ্যা-সমূহের প্রতিভা অর্জন করিবার স্পৃহা ধ্বংস হয়, তৎকালে শিখা ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। লোকাচার-বিচারে আনুষ্ঠানিক কর্মপরিত্যাগ-শিখাত্যাগের লক্ষণ; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ত্রিদণ্ডিগণ ভগবৎসেবার জন্যই শিখা-সূত্র প্রাপঞ্চিকতা-বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু হরিসম্বন্ধি বস্তু-জ্ঞানে শিখা-সূত্র-রক্ষা-সত্বেও পরমহংস ধর্মে অবস্থিত থাকিতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালে ভারতের উত্তরাংশে কর্মপদ্ধতির প্রবল প্রচার থাকায়, শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ডবিধি-বলে শিখাসূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তদীয় দাসগণ পরমহংসবেষ গ্রহণ করিয়া ত্রিদণ্ডগ্রহণ-বিধির অনুসরণে শিখা-সূত্র সংরক্ষণ করিয়াছিলেন।।১৩৯।।

'বোল বোল' করি' প্রভু করয়ে হুঙ্কার।
ক্ষৌরকর্ম নাপিত না পারে করিবার।।১৫১।।

দিবাবসানে ক্ষৌর-কর্ম সমাপন ও স্নানান্তে ভারতী-সমীপে উপবেশন—

কথং-কথমপি সর্বদিন-অবশেষে।
ক্ষৌর-কর্ম নির্বাহ হইল প্রেম-রসে।।১৫২।।
তবে সর্ব-লোক-নাথ করি' গঙ্গা-স্নান।
আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান।।১৫৩।।

প্রভুর ছলপূর্বক ভারতীর কর্ণে মন্ত্র-প্রদান ও লোকশিক্ষার্থ তাঁহা হইতে মন্ত্র-গ্রহণাভিনয়—

'সর্বশিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র' বেদে বলে।
কেশবভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে।।১৫৪।।
প্রভু কহে,—"স্বপ্নে মোরে কোন-মহাজন।
কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কথন।।১৫৫।।
বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে।।"
এত বলি' প্রভু তাঁ'র কর্ণে মন্ত্র কহে।।১৫৬।।
ছলে প্রভু কৃপা করি' তাঁ'রে শিষ্য কৈল।
ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিল।।১৫৭।।
ভারতী বলেন,—"এই মহা-মন্ত্রবর।
কৃষ্ণের প্রসাদে কি তোমার অগোচর।।"১৫৮।।
প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী।
সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহা-মতি।।১৫৯।।
চতুর্দিকে হরিনাম সুমঙ্গল-ধ্বনি।
সন্ন্যাস করিল বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।।১৬০।।

প্রভুর সন্ন্যাস-বেশে মহাভারতের শ্লোকের যথার্থ্য-স্থাপন—

পরিলেন অরুণ বসন-মনোহর।
তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর।।১৬১।।
সর্ব অঙ্গ শ্রীমস্তক চন্দনে লেপিত।
মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত।।১৬২।।
দণ্ড-কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল।
নিরবধি নিজ-প্রেমে আনন্দে বিহ্বল।।১৬৩।।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি' শোভে শ্রীবদন।
প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন।।১৬৪।।
কিবা সে সন্ন্যাসি-রূপ হইল প্রকাশ।
পূর্ণ করি' তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস।।১৬৫।।
'সহস্রনামে'তে যে কহিলা বেদব্যাস।
'কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস।।'১৬৬।।
এই তাহা সত্য করিলেন দ্বিজরাজ।
এ মর্ম জানয়ে সব-বৈষ্ণব-সমাজ।।১৬৭।।

(মহাভারতে দানধর্মে ১৪৯ অঃ, সহস্রনাম-স্তোত্রে ৭৫ সংখ্যা)—

সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণঃ।।১৬৮।।

প্রভুর নামকরণার্থ ভারতীর চিন্তা ও শুদ্ধা সরস্বতীর ভারতী-জিহ্বায় প্রভুর সন্ন্যাস-নাম-বর্ণন—

তবে নাম থুইবারে কেশব ভারতী।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি।।১৬৯।।
"চতুর্দশ-ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব।।১৭০।।

শ্রীগৌরসুন্দরের অপূর্ব কেশাদি বিহীন বেশ করিতে গিয়া নরসুন্দরের হস্ত চলে নাই; নানা প্রকার চিন্তায় ক্ষৌরকার্য বিলম্ব করিতে করিতে সমস্ত দিন যাপিত হইল। অতঃপর সন্ন্যাসোচিত ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন হইল।।১৫২।।

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ছন্ন অবতারী; সাধারণকে তিনি নিজের কোন কথা জানাইয়া বুঝিতে দেন না। ভারতীকে প্রথমে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সেই মন্ত্র শিষ্যাভিনয়ে লোকশিক্ষার জন্য তাঁহা হইতে গ্রহণ করিলেন।।১৫৭।।

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের অন্যতম ভগবন্নাম—'সন্ন্যাসকৃত'; শম—শান্ত বা ভগবন্নিষ্ঠ। শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল স্বীয় নামের সার্থকতা সম্পাদন বা প্রকট করিলেন।।১৬৮।।

অন্বয়। সন্ন্যাসকৃৎ (যতিধর্মপরঃ) শমঃ (নির্বিষয়ঃ) শান্তঃ (কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্তঃ) নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ (নিষ্ঠা চিত্তৈকাগ্রং শান্তিঃ চ নিষ্ঠাশান্তী পরম্ অয়নম্ আশ্রয়ো যস্য সঃ)।।১৬৮।।

অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম।
হেন নাম থুইলে মোর পূর্ণ হয় কাম।।১৭১।।
মূলে ভারতীর শিষ্য 'ভারতী' সে হয়ে।
ইহানে ত' তাহা থুইবারে যোগ্য নহে।।''১৭২।।
ভাগ্যবান্ ন্যাসিবর এতেক চিন্তিতে।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে।।১৭৩।।

ভারতী-কর্তৃক প্রভুর নামকরণ ও তদর্থ প্রকাশ—

পাইয়া উচিত নাম কেশব-ভারতী।
প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধ-মতি।।১৭৪।।
''যত জগতেরে তুমি 'কৃষ্ণ' বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য—কীর্তন প্রকাশিয়া।।১৭৫।।
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্বলোক তোমা' হইতে যাতে হইল ধন্য।।''১৭৬।।

প্রভুর নাম-শ্রবণে চতুর্দিকে জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি—

এত যদি ন্যাসিবর বলিলা বচন।
জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন।।১৭৭।।
চতুর্দিকে মহা হরি-ধ্বনি-কোলাহল।
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব-সকল।।১৭৮।।

ভক্তগণের ভারতীকে প্রণাম ও প্রভুর নিজ-নাম পাইয়া সন্তোষ—

ভারতীরে সর্ব ভক্ত করিলা প্রণাম।
প্রভুও হইলা তুষ্ট লভি' নিজ নাম।।১৭৯।।
'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম হইল প্রকাশ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সব দাস।।১৮০।।
হেন মতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য।
প্রকাশিলা আত্মনাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।।'১৮১।।

চৈতন্যলীলার নিত্যতা—

সর্ব-কাল চৈতন্য সকল লীলা করে।
যাঁহারে যখন কৃপা, দেখায়েন তাঁরে।।১৮২।।

নিত্যানন্দই চৈতন্যের সম্যগ্ জ্ঞাতা, তাঁহার আদেশে গ্রন্থকারের চৈতন্যচরিত-রচনা—

আর কত লীলা-রস হইল সেই স্থানে।
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে সব তত্ত্ব জানে।।১৮৩।।
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা-অনুরূপে।
কিছুমাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে।।১৮৪।।

গ্রন্থকারের সর্ববৈষ্ণব-চরণে প্রণামপূর্বক স্বদৈন্য-প্রকাশ-মুখে মধ্যলীলার উপসংহার—

সর্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার।।১৮৫।।
বেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাসে।
বর্ণিবেন নানা মতে অশেষ-বিশেষে।।১৮৬।।
এই মতে মধ্যখণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস।
যে কথা শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস।।১৮৭।।
মধ্য-খণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস-গ্রহণ।
ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন।।১৮৮।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিতানন্দ দুই প্রভু।
এই বাঞ্ছা ইহা যেন না পাসরি কভু।।১৮৯।।
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্ত-বৃন্দ।।১৯০।।

অনুবাদ। (সেই শ্রীবিষ্ণু) যতিধর্ম গ্রহণকারী, নির্বিষয়, কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ, হরিকীর্তনরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ, কেবলাদ্বৈতবাদি অভক্তের চেষ্টার নিবৃত্তিকারিণী শান্তি-লব্ধ-মহাভাবপরায়ণ।।

সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবিশেষের নাম—সম্প্রদায়স্থিত বিশেষ নামের সহিত গ্রহণ করেন; কিন্তু এস্থলে শ্রীগৌরসুন্দর কেশবভারতীর নিকট হইতে 'ভারতী' নাম গ্রহণ করিলেন না। মহাপ্রভুর নামকরণ-কালে ভারতীর জিহ্বায় শুদ্ধভক্তিপ্রভাবে পরবিদ্যাবাণী উপস্থিত হইলেন।।১৭৩।।

অপরা বিদ্যা-বাণীকে 'দুষ্টা সরস্বতী' বলে। যে সময়ে সেবোন্মুখিনী বার্তা আবির্ভূতা হন, তৎকালে বাণী ভগবৎসেবাতেই নিযুক্ত থাকেন।।১৭৪।।

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর।।১৯১।।
মুখেহ যে জন বলে 'নিত্যানন্দ-দাস'।
সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ।।১৯২।।
চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায়।
প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গ যেন না ছাড়ে আমায়।।১৯৩।।
জগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ।
তান হঞা যেন ভজোঁ প্রভু-গৌরচন্দ্র।।১৯৪।।
সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে।
যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চান্দেরে।।১৯৫।।
কাষ্ঠের পুতলী যেন কুহকে নাচায়।
এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায়।।১৯৬।।
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায়।
যত শক্তি থাকে, তত দূর উড়ি' যায়।।১৯৭।।
এইমত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই।
যা'র যতদূর শক্তি সবে তত গাই।।১৯৮।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান।।১৯৯।।
আনন্দলীলারসবিগ্রহায় হেমাভদিব্যচ্ছবিসুন্দরায়।
তস্মৈ মহাপ্রেমরসপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে।।২০০।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণং-নাম অষ্টাবিংশোধ্যায়ঃ।

জড়ভোগোন্মত্ত জগৎকে কৃষ্ণের সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে গিয়া কৃষ্ণনাম কীর্তনের ব্যবস্থা করায় কেশবভারতী ভগবানকে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-নামে অভিহিত করিলেন। সমগ্র ভোগপর জগতের চেতন উন্মেষিত হইল। ভগবদ্‌বিষয়ে তাহারা একাল পর্যন্ত উদাসীন ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ, একথা কৃষ্ণ চৈতন্যই জীবজগৎকে সর্ব প্রথমে সুষ্ঠুভাবে শ্রবণ করিবার অধিকার দিলেন।।১৭৫।।

আদিমূল শ্রীগুরু-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের ভৃত্যবুদ্ধি লাভ করিয়াও বাহিরে গুরুদাস বলিয়া স্বীকার করিলে তাঁহার চৈতন্য-প্রকাশ-মূর্তির অবশ্য দর্শনলাভ ঘটিবে।।১৯২।।

আমি যেন কোন দিন আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবাব্যতীত অন্য কোন কার্যে নিযুক্ত না হই।।১৯৩।।

হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি। তুমি কৃষ্ণানন্দ-লীলা-রস-বিগ্রহ; তুমি স্বর্ণচ্ছটা-মণ্ডিত লোকাতীত সুন্দর-মূর্তি, তুমি কৃষ্ণের উজ্জ্বলরস প্রেম জগৎকে প্রদান করিয়াছ।।২০০।।

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

ইতি মধ্যখণ্ড সমাপ্ত